মনোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, 'আমাদের লিডার খুবই কষ্টে আছেন, তিনি শীঘ্র বাইরে আসতে চান।'

বেগম মর্জিনা আবদুল্লা বলেন, 'আমাকেও মহাজননেতা তাই বলেছেন। তাঁর কষ্ট দেখে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। হি ওয়াজ এ কিং আর এখন তিনি একটা চোরের মতন আছেন। তারে তাড়াতাড়ি বাইর করতেই হইবো।'

বুড়ো শাহ আলম চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন, 'লিডার কীভাবে মুক্তি পাইতে চান? লিডাররে আমরা কেমনে বাইরে আনতে পারি?'

বুড়ো একটু ক্ষুণ্ণ, কেননা তাঁর বদলে লিডার দলের ভার দিয়েছেন মনোয়ার হোসেন মোল্লার ওপর, যে তাঁর পোলা হ'তে পারতো।

মনোয়ার হোসেন বলেন, 'লিডার বোঝেন এইবার আমরা ক্ষমতায় যাইতে পারবো না, যারা পাওয়ারে যাবে তাদের লগে গোপনে অ্যালায়েন্স করতে হবে। চুক্তি হবে লিডাররে ইমমেডিয়েটলি রিলিজ করতে হবে, আর আমাগো দলরে সুবিধা দিতে হবে।'

বেগম মর্জিনা আবদুল্লা বলেন, 'মহাজননেতাকে রিলিজ করাই আমাদের প্রধান পলিটিক্স। তাইলেই আমাগো দল আবার দাড়াইবো। যে ছিলো দেশের রাজা, যার জইন্য জনগণ পাগল তারে অরা অ্যাগো বাইন্ধা রাখছে। দিন আসলে এইটা দেখাইয়া দিব, জ্যাল খাটাইয়া ছাড়বো।'

মোহাম্মদ ইমাজউদ্দিন ঝন্টু জিজ্ঞেস করেন, 'আমাগো দল হতে মন্ত্রী করা হইবো না?'

শাহ আলম চৌধুরী বলেন, 'তা অবশ্যই করতে হইবো; আমাগো কয়জনরে মন্ত্রী করতে হইবো। যারা আমাগো মন্ত্রী করবো আমরা তাগো লগেই থাকুম; কিছু ট্যাকাপয়সাও দিতে হইবো।'

মনোয়ার হোসেন বলেন, 'তা ডিপেন্ড করে আমরা কয়জন পাশ করি তার উপর, আমাগো কমপক্ষে পঞ্চাশটা সিট পাইতে হবে।'

ব্যারিস্টার শাহেদ মিয়া জিজ্ঞেস করেন, 'আমরা কি এতগুলা সিট পাবো, আমাদের দলের কি অই অবস্থা আছে?'

ব্যারিস্টার শাহেদ মিয়ার আজকের বৈঠকে আসার ইচ্ছে ছিলো না, তিনি আগে ছিলেন শক্তির উৎসবাদী রাজবংশে; আবার সে-রাজবংশে ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি গোপনে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে চলছেন।

মনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমাগো চ্যাষ্টা করতে হবে, উই মাস্ট ট্রাই আওয়ার বেস্ট; লিডার বাইরে থাকলে আমরাই ক্ষমতায় যাইতাম, পিপল তার জইন্যে পাগল; জ্যালে থিকাও একশোটা সিটে দাড়াইলে তিনি একশোটা সিটেই পাশ

করবেন। কিন্তু আমাগো পঞ্চাশটা সিট পেতে হবে।'

সভায় ঠিক হয় মনোয়ার হোসেন মোল্লা মহাজননেতার সঙ্গে আলাপ ক'রে ব্যবস্থা নেবেন।

রাজাকার রাজবংশের এক বড়ো নেতা মওলানা রহমত আলি ভিত্তিও খুবই ব্যস্ত রয়েছেন সেলুরার (আল্লা পরম দয়ালু, যিনি মানুষরে দিয়াছেন এই পবিত্র জিনিশটি, যা নিয়ে এখন, আমরা দেখতে পাই, আমাদের গার্মেন্টস আর পলিটিক্সরা খুবই ব্যস্ত) পলিটিক্সে; আল্লাতাআলার রহমতে তাঁর কাছে বাতাসে ভেসে আসছে থরেথরে দলে দলে পলিটিক্স। তৃতীয় বিবি মাঝেমাঝে পান আর শরবত দিয়ে যাচ্ছেন, গিয়ে দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকছেন, আর পলিটিক্স ক'রে চলছেন মওলানা রহমত আলি ভিত্তি। ওই যে আমাদের একটি মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো, যার কথা আমরা ভুলেই গেছি, খুব না ঠেকলে যার কথা বলতে আমরা বিব্রত হই, যার কথা বললে অন্যরা কেমন চোখে তাকায়, যাতে পাকিস্থানিরা আমাদের খুনের পর খুন করেছিলো; মাবোনকন্যাদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে ধর্ষণ করেছিলো, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েছিলাম যে-যুদ্ধে, ভিত্তি সাহেব সেই সময় ছিলেন এক মস্ত বড়ো রাজাকার। শুনতে পাই তিনি ছিলেন খুন আর ধর্ষণের এক বড়ো সিপাহিসালার, ইখতেয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি, আঠারো নম্বর পাধাটিতে তিনি ছিলেন, মাথার ওপর তলোয়ার লড়াইতে লড়াইতে তিনি বঙ্গদেশে এসেছিলেন; তবে খুন হয়ে আর ধর্ষিত হয়ে আমরা মাথা নিচু করি নি (এটা কেমনে হয়েছিলো আজ আর আমরা বুঝতে পারি না, এখন তো আমরা সব সময় মাথা নিচু ক'রেই থাকি); আমরা জয়ী হয়েছিলাম। জয়। আমাদের জীবনের একমাত্র জয়। জয়ের পর স্বাধীন হই আমরা, আর বছরের পর বছর পরাজিত হ'তে থাকি; এবং ভিত্তি সাহেবরা পরাজয়ের পর বছরের পর বছর জয়ী হ'তে থাকেন। একাত্তরের সেই বছরটিতে দেশে এতো রাজাকার ছিলো না, আর এখন আমরা চারপাশে তো দেখতে পাই রাজাকার। এখন আমরা, মূর্খ লোকেরা, দেখি আমাদের পরাজয় আর ভিত্তি সাহেবদের জয়। আমরা এখন ভয়ে ভয়ে কথা বলি, কথা বলাই বন্ধ ক'রে দিয়েছি; আর ভিত্তি সাহেবরা গলা ফুলিয়ে আমাদের খুন ক'রে ফেলার ভয় দেখান; আমরা চোখ বুজে থাকি। আল্লা তাঁদের খুন করার তওফিক দিয়েছেন।

রাজাকারদের নেতা হয়ে ইমানআমান তিনি প্রথমেই পরীক্ষা করেন বাসার কাজের মেয়েটির ওপর। পাকিস্থানে যার বিশ্বাস আছে, তার আবার ভয় কী, তার আবার খুন জখম জেনা করার দ্বিধা কী। শ্বশুরবাড়ি থেকে মাসখানেক আগে তিনি সালেহা নামের কাজের মেয়েটিকে এনেছিলেন; তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী, কাজকাম করতে পারে না, শুধু চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। আনার পর তিনি মেয়েটিকে মন দিয়ে ধর্মকর্ম শেখান, এবং শেখানোর সময় মাঝেমাঝে মেয়েটির বুকের কাপড়ের নিচে হাত

Signature Not Verified
Tito
Digitally signed by Tito
DN: cn=Tito, o=Muktadhara, c=AU
Date: 2004.11.25 12:58:31 +11'00'

দিয়ে শিক্ষার উচ্চতা পরীক্ষা করেন। মেয়েটি ভিস্তি সাহেবের হাত সরিয়ে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে ভিস্তি সাহেবের সাথে সাথে শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকে।

একদিন তাঁর স্ত্রী গোসলখানায় ঢুকলে ভিস্তি সাহেব তাকে রান্না ঘরে চিৎ ক'রে শোয়ানোর চেষ্টা করেন।

আমরা সাধারণ জনগণ, গরিব মূর্খ অসহায় মানুষ, সারাক্ষণ খুন হওয়ার ভয়ে আছি, এই ইতিহাসের বাকিটা কি আর বলতে পারি? আমাদের কি সেই সাহস আছে? একাত্তর সালে সাহস ছিলো, তখন আমাদের মরার ভয় ছিলো, কিন্তু সাহসও ছিলো, ওই সময়টা আমাদের ছিলো; এখন আমাদের মরার ভয় আরো বেশি, কিন্তু সেই সাহস নেই, এই সময়টা আমাদের না। একাত্তরে ভিস্তি সাহেবরাও আমাদের ভয় পেতেন, আজ শুধু আমরাই তাঁদের ভয় পাই; তাঁরা আমাদের ভয় পান না। হায়, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় গেলো? তারা সবাই ম'রে গেছে? তখন যারা যুদ্ধ করেছিলো আর এখনো বেঁচে আছে, তারা তো আর মুক্তিযোদ্ধা না। বাকিটা বললে ভিস্তি সাহেবরা আমাদের টুকরা টুকরা ক'রে ফেলবেন না? তবে মুখে যখন ইতিহাসটা এসেই গেছে, চোখ বুজে একবার ব'লেই ফেলি; তাতে আমাদের শিরার ভেতরের রক্ত একটু ঠাণ্ডা হবে, একটু সাহস পাবো।

সালেহা চিৎ হ'তে চায় না, তবু চিৎ হ'তে হয়; এবং সে চিৎকার ক'রে বলে, 'হুজুর, এইডা আপনে কী করতাছেন, আল্লায় দ্যাখতাছে। আপনে গুনার কাম করতাছেন, হুজুর, আমারে ছাইড়্যা দ্যান।'

ভিস্তি সাহেব তাকে ছাড়েন না; কিন্তু মেয়েটির শরীরে জোর আছে, সে ভিস্তি সাহেবের অণ্ডকোষে চাপ দেয়। ভিস্তি সাহেব ব্যথায় চিৎকার ক'রে ওঠেন।

সালেহা উঠে দাঁড়ায়, ঘোমটা দিতে দিতে বলে, 'এমুন করলে হুজুর, আমি খালাম্মারে কইয়া দিমু, আল্লায় আপনেরে দোজগে দিব। আপনে মাইবের বাচ্চা না, আপনে একটা জানোয়ারের পয়দা।'

ভিস্তি সাহেবের বলতে ইচ্ছে হয়, 'তুই আমারে ঠিক চিনছস, সালেহা, আমি কতো বড়ো জানোয়ার তা তরে না, সারা দেশরে দেখাইয়া দিমু।'

তবে তিনি তা বলেন না, তিনি সালেহার পা ধ'রে বলেন, 'তুই কইছ না, সালেহা, আমারে তুই মাপ কইর‍্যা দে। তরে আমি মহব্বত করি, তরে আমি বিয়া করুম। আইজ রাইতে তর লগে আমি থাকুম।'

সালেহা বলে, 'বিয়ার আমার কাম নাই, এমুন জাউরার লগে আমি বিয়া বমুন না, গ্যারামে আমারে কতজনে বিয়া করতে চায়।'

মেয়েটির পেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় ভিস্তি সাহেবের; কিন্তু মেয়েটির শরীরে এতো গোস্ত, আর ওই গোস্তে এতো মশলা, তা ভালো ক'রে

খাওয়ার আগে ছুরি ঢোকানো ঠিক হবে না ব'লেই তাঁর মনে হয়। নিজের বিবির শরীরে তিনি গোস্ত খুঁজে পান না, শিনার দিকেও কোনো চর্বি আর গোস্ত পান না, তাই তাকে ভেঙেচুরে তিনি কিছু একটা করেন; কিন্তু সালেহাকে তাঁর মনে হয় কোরবানির চর্বিঅলা গাভীর মতো, যার দেহভরা চর্বি আর ওলানভরা জমাট দুধ। সালেহাকে তিনি এরপর আরো কয়েকবার চিৎ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পেরে ওঠেন না; মেয়েটি যেমন চালাক, তেমনি শক্তিমান। তিনি শুভদিনের অপেক্ষায় থাকেন, নিশ্চয়ই দিন আসবে, যেদিন তিনি সালেহার গোস্ত খাবেন।

রাজাকারদের সিপাহসালার হয়ে যে-রাতে তিনি বাসায় ফেরেন, ফিরতে ফিরতে ঠিক করেন তাঁর পাকিস্থানে বিশ্বাসটা তিনি প্রথম পরীক্ষা করবেন সালেহার ওপরই। ওই মাইয়াটা দেখতেশুনতে এই দেশটার মতোই, ওর শরিলে একটা জয়বাংলা জয়বাংলা গন্ধ আছে; অর শরিলের জয়বাংলা ছাড়াইয়া দিতে হবে, ওইখানে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ঢুকাইয়া দিতে হইবে। পাকিস্থানে যার ইমান আছে, তাকে কোনো কিছুই আটকাতে পারে না, তার সামনে কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

সালেহা দরোজা খুলে দেয়ার পরই তিনি তাকে জোরে জড়িয়ে ধ'রে রান্না ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করেন। সালেহার একটি নখ তার গালে বিঁধে যায় (ওই দাগটা এখনো আছে), সালেহার চিৎকারে তাঁর বিবি কাঁপতে কাঁপতে রান্না ঘরে এসে দেখে ভিস্তি সাহেব সালেহার গলা চেপে কাজ ক'রে চলছেন।

বিবি চিৎকার ক'রে ওঠে, 'হুজুর, আপনে এইটা কী করতাছেন? আপনের গুনা হইতাছে। আল্লারসুলের কথা মনে আনেন।'

ভিস্তি সাহেব উঠে দাঁড়ান, এবং স্ত্রীকে একটা চড় মারেন। স্ত্রী ঘুরে প'ড়ে যায়, তবু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আপনে জিনা করতাছেন, আমার ভাগ অন্য মাইয়ালোকরে দিতাছেন, আপনে দোজগে যাইবেন।'

ভিস্তি সাহেব বলেন, 'বিবি, তুমি ভাইবো না, বান্দির লগে সহবত করলে জিনা হয় না, গুনা হয় না। বান্দি মনিবের মাল।'

বিবি কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'এই কথা আমি মানি না, আপনে জিনা করছেন, অন্য মাইয়ালোকের ইজ্জত নষ্ট করছেন। আল্লা আপনের লিগা দোজগ লেইখ্যা রাখছে, আপনে হাবিয়ায় যাইবেন।'

ভিস্তি সাহেব বলেন, 'বিবি, চুপ থাকো; আরেকটু টু শব্দও শুনতে চাই না।'

বিবি বলে, 'আমি চুপ থাকুম না।'

ভিস্তি সাহেব বিবিকে একটা চড় মারেন, বিবি অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যায়; তিনি আবার সালেহাকে ধর্ষণ করেন।

এখন তাঁর সাথে পলিটিক্স করছেন শক্তির উৎসবাদী বংশের নেতা অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পল্টু, এবং তিনি পলিটিক্সে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন পল্টুকে। আমরা জনগণরা দেখেছি এককালে তাঁরা অনেক বছর এক সাথে ছিলেন, দেখে আমাদের ভালো লাগতো, খুশি হতাম আমরা, দুই রাজবংশের মধ্যে শাদিই হয়ে গিয়েছিলো ব'লে আমরা ভাবতাম, তারপর আবার তালাক হয়ে যায়। রাজবংশগুলোর শাদি আর তালাকে আমরা অবাক হই না, বিবাহ হ'লে তো তালাক হ'তেই পারে, এটাকে আমরা রাজনীতি মনে করি।

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পল্টু বলেন, 'আস্সালামুআলাইকুম, মওলানা রহমত আলি ভিস্তি সাহেব, আমার সেলাম নেন। অনেক দিন পর কথা বলছি, গলাটা চিনতে পারছেন কি না জানি না।'

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'ওআলাইকুমসালাম ওআ রহমতুল্লাহে বরকত হু, আপনে কে কথা বলতাছেন, ভাইজান? আপনের গলাটা চিনা চিনা লাগছে।'

রুস্তম আলি বলেন, 'আমি অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পল্টু বলতেছি। চিনতে পারতেছেন ভাইজান?'

রহমত আলি ভিস্তির দিলটি প্রথম একটু বেজার হয়, পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে ওঠে; এবং বলেন, 'ভাইজান, আপনেরে চিনবো না ক্যান? আপনে দেশের বড় ন্যাতা, অনেক বছর সামনা সামনি দেখা নাই, তয় ভোলনের কথাই ওঠে না।'

অধ্যক্ষ রুস্তম আলি বলেন, 'ভাইজান, এক সোম ত আমরা এক লগেই আছিলাম, আবার এক লগেই থাকতে হইব, আপনের লগে আমি একটু বসতে চাই, মহাদেশনেত্রীও বসতে চান আপনার লগে। আমাগো মহাদেশনেত্রী আপনের কথা মাঝেমাঝেই বলেন আইজকাল।'

মওলানা রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'বসন ত লাগবোই, ভাইজান; খালি রাস্তায় ত পলিটিক্স হয় না, না বসলে আসল পলিটিক্স হয় না। আপনেগো মহাদেশনেত্রীর কথাও আমরা সব সময় কই।'

রুস্তম আলি বলেন, 'রাস্তার পলিটিক্স ত লোকদ্যাখাইন্যা পলিটিক্স, আসল পলিটিক্স হইছে একখানে বইস্যা পলিটিক্স।'

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'বলেন ভাইজান, আপনের কথা বলেন।'

রুস্তম আলি বলেন, 'দ্যাশটা হারামজাদা ইন্ডিয়ার দালালগো হাতে চইল্যা যাইবো আবার এইটা ত আপনেরাও চান না, আমরাও চাই না। অগো হাতে গেলেই দ্যাশটা তিনদিনেই বেইচ্যা দিব, দ্যাশে একটাও মুসলমান থাকবো না। আমরা ইসলামের জইন্যে বড়োই চিন্তিত।'

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'না, ভাইজান; এইটা মুসলমানের দ্যাশ, মুসলমানের হাতেই থাকতে হইবো, নাইলে দ্যাশটা কাফের হইয়া যাইবো।'

রুস্তম আলি বলেন, 'ভাইজান, আমরা আইজ আছি কাইল নাই, আমাগো থাকন না থাকন কথা না, কথা হইলো ইসলাম থাকতে হইবো। ইসলাম থাকলেই আমরা থাকুম। ইসলামের জন্যেইতো আমাগো মহান ন্যাতা আপনেগো জ্যাল থিকা বাইর ক'রে আনছিলেন, দলরে দাড়াইতে দিছিলেন।'

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'হ, ভাইজান, পলিটিক্স ত করি ইসলামের লিগা, নিজের লিগা করি না; আর আপনেগো মহান ন্যাতা আমাগোও মহান ন্যাতা।'

রুস্তম আলি বলেন, 'ভাইজান, তাইলে আইজ বৈকালে আসেন আমরা বসি।'

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'ভাইজান, আপনের কথা ফ্যালন যায় না, তয় বৈকালে দলের মজলিশ আছে, আর বসনের সময় আরো পাইবো।'

রুস্তম আলি বলেন, 'ভাইজান, মনে হয় আমাগো উপর আপনে বেজার হইয়া আছেন। বেজার হইয়েন না, আমরা মাফ চাই, ভাইজান।'

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'ভাইজান, আমি বেজার না, তয় আমাগো আমির সাহেবের সাথে কথা না কইয়া বসতে পারি না, বোঝতেই পারছেন।'

রুস্তম আলি পল্টু বলেন, 'আইজ রাইতেই আবার ফোন করুম, ভাইজান।'

রুস্তম আলি পল্টু রাখার সাথে সাথেই আবার সেলুলার বেজে ওঠে মওলানা রহমত আলি ভিস্তির। এ-ফোনটির জন্যেই মনে মনে অপেক্ষা করছিলেন ভিস্তি সাহেব, পেয়ে তিনি শান্তি পান।

এখন সেলুলার চলছে জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশের অন্যতম চাচা মোহাম্মদ রজ্জব আলির সাথে।

মোহাম্মদ রজ্জব আলি বলেন, 'মওলানা সাহেব, আমাদের মইধ্যে আগে থিকাই ত কথা হয়ে আছে, এখন আমাদের একবার বসন লাগবো। শোনতাছি শক্তিয়ালারা নানা রকম কম্পিরেছি করতাছে। আমাগো এক লগে থাকতে হইব, আন্দোলনে আমরা যেমুন একলগে আছিলাম।'

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'ভাইজান, আপনেগো মহাজননেত্রীর লগে কি সেই সম্পর্কে কথা হইছে, অই যে আমরা ত্রিশটা সিট চাইছিলাম? অই কটা সিট আমাগো লাগবো, ভাইজান।'

রজ্জব আলি বলেন, 'তা হইছে মওলানা সাহেব, তবে একসঙ্গে বইস্যা সব ঠিক করুম, সিট ত স্ট্রাটেজির ব্যাপার, দ্যাখতে হইব তাতে আপনাগো কী লাব আর আমাগো কী লাব। খালি বেশি সিট লইলেই ত কাম হইব না।'

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'অইবার অরা আমাগো পঞ্চাশটা সিট দিছিলো, এইবার আরো বেশি দিতে চায়।'

রজ্জব আলি বলেন, 'মওলানা সাহেব, এইবার আপনাগো নিজেগো অবস্থা অ্যামনেই ভাল, তবু একটা মিলমিশ করন যাইব। আর মওলানা সাহেব, আপনে

ত পলিটিশিয়ান, তিন বছর আমাগো লগে থাইক্যা আপনাগো কতো উপকার হইছে ভাইব্যা দেখেন। এখন আমরা আর আপনেগো রাজাকার কই না।'

রহমত আলি ভিস্তি বলেন, 'হ, ইনশাল্লা, আমাদের অবস্থা আগের হইতে অনেক ভাল, এইবার আমরা নিজেরাই পঞ্চাশটা সিট পামু; আমাগো ছাড়া কারো চলবো না। দ্যাশে ইসলামের অবস্থা আগের থিকা অনেক ভাল।'

রজ্জব আলি বলেন, 'এই জন্যেই তো আপনেগো এই বছর এতো দাম, আমরা ক্ষমতায় যাইতে পারলে আপনেগো অবস্থা আরো ভাল কইর‍্যা দিমু। আর ভাই, ইসলামের লিগা আমরাও জান দিয়া দিতেছি।'

তাঁরা ঠিক করেন পরের দিন তাঁরা বসবেন।

রাজনীতিবিদরা, আমাদের রাজাবাদশারা, মহান মানুষ, তাঁরা আমাদের প্রভু; তাঁরা যা বোঝেন তা তো আমরা বুঝি না; তাঁরা যেখানে দরকার সেখানে বসতে পারেন, তাঁদের গায়ে ময়লা লাগে না; সব কিছু মনে রাখলে তাঁদের চলে না। আমরা জনগণরা মূর্খ মানুষ, আমাদের মাথায় ঘিলু কম, হয়তোবা একেবারেই নেই, তাই আমরাও অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না; কিন্তু অনেক কিছু আমাদের মনে থাকে, আবার মনে থাকলেও আমরা তা ভুলে থাকি। মনে থাকলে কী হবে? আমাদের করার কী আছে? যেমন সালেহার কথা আমরা ভুলে গেছি, আবার সালেহার কথা আমাদের মনেও আছে। এখন তার কথা মনে পড়ছে, যখন আমাদের রাজারা একে অন্যের সাথে মিলেমিশে বসছেন, সালেহাকে ভুলে গেছেন– দেশে সালেহা নামের কেউ ছিলো না।

ভোরে রহমত আলি ভিস্তি সাহেব যখন নামাজ পড়ছিলেন, তখন সালেহা একটি বঁটি নিয়ে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ায়; এবং যখন কোপ দিতে উদ্যত হয়, ভিস্তি সাহেবের বিবি 'অই সালেহা কী করতাছছ, অই সালেহা কী করতাছছ' ব'লে চিৎকার ক'রে সালেহাকে জড়িয়ে ধরে।

সালেহা কেঁদে ওঠে, 'আমি এই জানোয়ারডারে জব করুম, আমি এই জানোয়ারডারে জব করুম। জানোয়ারডা রাইত ভইর‍্যা আমার দ্যাহডারে আস্ত রাখে নাই।'

ভিস্তি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান; এবং চড় দিয়ে সালেহাকে মেঝেতে ফেলে দেন।

তাঁর বিবি বলে, 'হুজুর, মাইয়াডারে আইজই বাইত্তে পাঠাইয়া দেন।'

ভিস্তি সাহেব বলেন, 'হ, আইজ রাইতেই পাঠামু।'

সন্ধ্যার পর ভিস্তি সাহেবের বাড়ির সামনে একটি আর্মির জিপ এসে থামে। জিপের পেছন থেকে নেমে আসেন ভিস্তি সাহেব ও পবিত্র পাকিস্থান আর্মির কয়েকজন খাঁটি জওয়ান।

তারা সালেহাকে চেপে ধ'রে জিপে উঠায়, সালেহা নড়তে ও চিৎকার করতে পারে না। 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' ব'লে তারা গলি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

ভিস্তি সাহেবের বিবি জিজ্ঞেস করে, 'হুজুর, সালেহারে কই পাঠাইলেন?'

ভিস্তি সাহেব বলেন, 'হেয়েরিরে চিরকালের লিগা বাড়িতে পাঠাইলাম।'

ভিস্তি সাহেবের বিবি কেঁদে ওঠে, 'হুজুর, আমারেও পাঠাইয়া দেন।'

এসব কথা আমরা ভুলি কী ক'রে, আর মনে ক'রে রাখিই কী করে? সকালে উঠে আমাদের ক্ষেতে যেতে হয়, দুপুরেও বাড়িতে ফিরতে পারি না, ক্ষেতের আলে ব'সেই শানকিতে ক'রে দুটো ভাত খাই; আমাদের মুদিদোকানটা খুলে বসতে হয়, খরিদ্দারের আশায় ব'সেই থাকি; কলে কাজ করতে গিয়ে আমাদের গেটেই ব'সে থাকতে হয়, সারাদিন আর সময় পাই না; সারা রাত আমরা নদীতে মাছ খুঁজি, পাই না; আর অফিসে গিয়ে অফিস পালিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গামছাটা লুঙ্গিটা বেচতে হয়; আর কাজকাম না পেয়ে আমাদের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, গাড়ির নিচে পড়তে ইচ্ছে হয়। আমাদের রক্ত জ্বলতে জ্বলতে ঘোলা হয়ে গেছে। এসব কথা আমাদের মনে রাখার মতো মন কই?

রাজাকার রাজবংশে, আমরা জনগণরা শুনতে পাই, চলছে দারুণ উত্তেজনা; এবং আমরা মনে মনে ভয় পেতে থাকি।

দাড়ি আর চুলে রাজাকার রাজপুরুষেরা নতুন কলপ লাগিয়েছেন, কাঁচাপাকা দাড়ি হয়ে উঠেছে ঝলমলে কালো আর মেহেদি রঙের, সুরমা দিয়েছেন চোখে, নতুন পাজামা আচকান টুপি আর চোস্ত পাজামায় সেজেছেন, শরীর থেকে আতরের খুশবু ঝরঝর ঝরছে। মনে হচ্ছে তিন আর চার নম্বর বিবিকে ঘরে তুলতে যাচ্ছেন, শাদিমোবারকের আবহাওয়া তাঁদের চারদিকে। ওই রাজপুরুষদের চোখ সব সময়ই ছুরির মতো ঝকঝক করে, মনে হয় চোখের ভেতর কয়েকটা জল্লাদ ব'সে ছুরি শানাচ্ছে, নতুন সুরমায় আরো ঝকঝক করছে, এখনি কারো বুকে ঢুকে লাল হয়ে উঠতে পারলে আরো ঝকঝক করতো। ধর্মে তাঁরা দেশ ভ'রে ফেলেছেন, এতো ইসলাম দেশে আগে কখনো ছিলো না, এটা তাঁদের সাফল্য; দেশে আর কয়েকটা কাফের আর মুরতাদ মাত্র বাকি, ওইগুলোকে দমিয়ে দিতে খুন ক'রে ফেলতে পারলে আসবে তাঁদের রাজত্ব। তাঁদের সাফল্য অশেষ, এক সময়ের কুখ্যাত ঘৃণিত রাজাকার থেকে তাঁরা হয়ে উঠেছেন মূল্যবান শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ, সবই আল্লার দান; এখন ওই মুক্তিযোদ্ধাগুলো তাঁদের পায়ের নিচে বসতে পারলে ধন্য হয়। ভুল বলা হয়ে গেলো, দেশে আর মুক্তিযোদ্ধা কই?

তাঁদের বড়ো বড়ো আমিরওমরাহরা, আলখাল্লা নেতারা, অধ্যাপক, মওলানারা আর মৌলভিরা পাজেরো হাঁকিয়ে আসেন, ওই যানবাহনটি কাফেররা তৈরি করেছে, তবে ওইটিকে তাঁরা ধর্মে দীক্ষিত ক'রে নিয়েছেন। তাঁদের হাতে

সেলুলার; অন্ধকারের নিচে কী আছে তা আমরা জনগণ বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই যা থাকার তা-ই আছে।

মাগরেবের পর রাজাকার রাজবংশের মজলিশে শুরু বসে। এই রাজবংশের রাজপুরুষেরা সব সময়ই সাবধান, সশস্ত্র প্রহরী ছাড়া তাঁরা চলেন না, কার্যালয়ের চারদিকে পাহারায় রাখেন সশস্ত্র ধার্মিক প্রহরীদের, মোমেনিন সালেহিনদের, যারা হাত আর পায়ের রগ কাটতে পারে চোখের পলকে, গলা কাটতে সময় নেয় আধ মিনিট। প্রহরীরা আজ আরো সাবধান।

রাজাকার রাজবংশের আমির প্রথম আল্লা ও রসুলকে ধন্যবাদ জানান।

আমির সাহেব বলেন, 'বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম, আল্লার রহমতে আমাদের অবস্থা বছরের পর পর উত্তম হইতেছে, আমাদের নেতা আবু আলা মওদুদি সাহেবের নির্দেশিত পথে আমরা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছি; অরা আমার নাগরিকত্ব কাড়িয়া নিয়াছিলো, আল্লায় তা আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কাফেররা এইভাবেই মমিন মোসলমানের উপর অত্যাচার করে, কিন্তু আল্লার রহমতে মমিনের জয় হইবেই, অদের উপর গজব নাজিল হইবে।'

সবাই বলেন, 'আলহামদুলিল্লা।'

আমির সাহেব বলেন, 'আল্লার ইসলামে ড্যামোক্র্যাসি নাই ইলেকশন নাই ভোটার নাই এসেম্বলি নাই পার্লামেন্ট নাই, এইগুলি সব ইহুদি আর খ্রিস্টান কাফেররা তৈরি করেছে, আমরাও ড্যামোক্র্যাসি আর ইলেকশনে বিশ্বাস করি না, আল্লা তা নিষেধ ক'রে দিয়াছেন, ইসলামে আছেন এক আল্লা, আল্লার আইন, আর আল্লার শাসন। আল্লার শাসনই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

সবাই গম্ভীর স্বরে ব'লে ওঠেন, 'আলহামদুলিল্লা।'

আমির সাহেব বলেন, 'আল্লার রহমতে আমরা একদিন অবশ্যই কায়েম করব আল্লার শাসন; তবে এখনও তা দূরে আছে, তাই আমরা কাফেরদের ড্যামোক্র্যাসি আর ইলেকশন মানিয়া আল্লার পথে কাজ করিতেছি।'

তাঁরা সবাই বলেন, 'আল্লার নিশ্চয়ই আমাদের মাফ করিবেন।'

আমির সাহেব বলেন, 'আল্লার শাসন যখন হইব তখন দ্যাশে আর পলিটিকেল পার্টি থাকব না, পলিটিক্স থাকব না, ড্যামোক্র্যাসি আর ইলেকশন থাকব না, আল্লার বই ছাড়া আর কোনো বই থাকব না, তখন কাফেরদের স্কুল কলেজ ইনভারসিটি থাকব না, দ্বীনের শিক্ষা ছাড়া আর কোনো শিক্ষা থাকব না।'

সবাই ব'লে ওঠেন, 'আলহামদুলিল্লা।'

আমির সাহেব বলেন, 'কিন্তু এইবারও আমাদের ইলেকশনে যাইতে হবে, আল্লার শাসনের পথ তৈরি করিতে হবে। দ্যাশে এখন আমাদের অবস্থা আগের

হইতে ভাল, আমাদের তারা আর রাজাকার বলে না। আপনাদের একটা কথা আমি জানাইতে চাই আমারে মুরুব্বিরা কয়টা ইঙ্গিত দিয়াছেন।'

সবাই বলে, 'ইঙ্গিতের কথা আপনে আমাদের বলেন, হুজুর।'

আমির সাহেব বলেন, 'আমাদের মুরুব্বিরা ইলেকশনের জইন্যে আমাদের দশলাখ ডলার দান করিবেন। তাঁরা ইঙ্গিত দিয়াছেন তাঁরা দেশে এইবার ক্ষমতার বদল চান, আমাদের সেইভাবে কাজ করিতে হইবে। এইবার আমাদের নায়েবে আমির মওলানা রহমত আলি ভিস্তি সাহেব আপনাদের সব বলিবেন।'

রহমত আলি ভিস্তি সাহেব প্রথম আল্লা ও রসুলকে ধন্যবাদ দেন।

তিনি বলেন, 'মাননীয় মজলিশ, আমাদের সকলের ইমানের বলে ইনশাল্লা আমরা আল্লা, রসুল, আর আমাদের পথপ্রদর্শক আবু আলা মওদুদির নির্দেশিত পথে ঠিক মত আগাইতেছি। কিন্তু দ্যাশ এখনো কাফেরদের হাতে, তাই আমাদের কাফেরদের ড্যামক্র্যাসি মানতে হয়, ইলেকশন করতে হয়। ইসলামি বিপ্লবের সময় আইজও আসে নাই, ইলেকশন করতে করতে একদিন আমরা ইসলামি বিপ্লব ঘটাইব। তারপর আর ইলেকশন থাকব না, ড্যামক্র্যাসি থাকব না; থাকব আল্লার শাসন।'

সবাই বলে, 'আলহামদুলিল্লা।'

মওলানা রহমত আলি ভিস্তি বলতে থাকেন, 'সারা দেশে আমাদের মুত্তাফিক ভাইরা রেডি হইতেছে, আর দেরি নাই, রোকন ভাইরা রেডি হইতেছে, মোমেনিন সালেহিন ভাইরা রেডি হইতেছে, বিপ্লব ঘটিবেই ঘটিবে। তখন আর আমাদের কাফেরদের ইলেকশন করতে হবে না। দেশে চলবে আল্লার শাসন, চলবে আমাদের রাজবংশের শাসন।'

সবাই বলে, 'আলহামদুলিল্লা।'

ভিস্তি সাহেব বলতে থাকেন, 'আমাদের পথপ্রদর্শক পরম শ্রদ্ধেয় আমিরে আমির আপনাদের জানাইয়াছেন যে আমাদের মুরুব্বিরা এইবার নতুন ইশারা দিয়াছেন, আমাদেরও সেই ইশারা ধ'রে বিপ্লবের পথে আগাইয়া যাইতে হবে। অইবার আমরা শক্তির উৎসবাদী রাজবংশের সঙ্গে আছিলাম, তারপর আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি, অন্দোলনে আমরা ছিলাম জনগণমন রাজবংশের সঙ্গে; ভাগ্যে সঙ্গে থাকিবার ফলে আমাদের অনেক লাভ হইয়াছে। এখন আর তাহারা আমাদের রাজাকার বলিয়া নিন্দা করে না। তাহারাই আমাদের বড় বিপদ, তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিলে আমাদের কোনো বিপদ নাই।'

মওলানা এম এম কোরবান জানতে চান, 'তাহাদের অই হিন্দু বুদ্ধিজীবী কুত্তাগুলি ত আমাদের পাছে লাগিয়াই আছে, তাহার কী হইবে?'

রহমত আলি ভিত্তি বলেন, 'অইগুলি পলিটিক্স বোঝে না, অইগুলি আছে চিল্লানের লিগা, ঘেউঘেউ করনের লইগ্যা, কিছু খাওনের লিগা, অইগুলির চিল্লানের লইগ্যাই আমরা উপরে উঠিতেছি, ইসলামের প্রসার হইতেছে, আমাদের প্রসার হইতেছে। ওইগুলিও আমাদের ডরে এখন ভিতরে ভিতরে মুসলমান হইতেছে, ওইগুলিরে ভয় পাইবার কিছু নাই।'

রহমত আলি ভিত্তি দু-তিন গেলাশ পানি পান করেন।

তারপর তিনি বলতে থাকেন, 'এইবার আমাদের অবস্থা অনেক ভাল, এইবার সত্তর আশিটা সিট আমরা নিজেরাই পাইব, আর আমাদের গোপনে অ্যালাইয়েন্সে আসতে হইবে জনগণমন রাজবংশের সহিত। মনে হইতেছে তাহারাই এইবার ম্যাজরিটি হইবে, তাহাদের সঙ্গে থাকিলেই ভাল; আমাদের মুরুব্বিরাও সেই ইশারাই দিয়াছেন।'

সবাই বলেন, 'আলহামদুলিল্লা, ইশারা মতোই আমাদের চলিতে হবে, তাহা হলেই আমরা আল্লার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারিব।'

রহমত আলি ভিত্তি বলেন, 'আমরা নিজেরা এইবার ক্ষমতায় যাইতে পারব না, কিন্তু যারা ক্ষমতায় যাইবে তাহা নির্ভর করিবে আমাদের উপর, আমরা তাহাদের আমাদের পথে চালাইব। আমাদের দেখতে হবে কিসে আমাদের লাভ বেশি।'

মওলানা সলিমুল্লা জিজ্ঞেস করেন, 'আমাদের শিবিরের ভাইরা, সালেহিন ভাইরা কী ভূমিকা পালন করিবে? ইলেকশনে তাহাদের কীভাবে কাজে লাগাইব।'

রহমত আলি ভিত্তি বলেন, 'তাহারা আমাদের সিপাহি, আল্লার নামে তাহাদের আমরা যা করিতে বলিব, তাহারা তাহাই করিবে।'

তাঁদের মজলিশে সিদ্ধান্ত হয় আমির ও নায়েবে আমির রাজবংশের মঙ্গলের জন্যে যা ভালো মনে করবেন, তা করবেন, যাদের সাথে বসার তাদের সাথে বসবেন; যাদের সাথে দাঁড়ানোর তাদের সাথে দাঁড়াবেন; আর তাঁরা যা আদেশ করবেন, তা সবাই আল্লার নামে পালন করবে।

আমরা জনগণরা এখন খুবই ক্লান্ত; দু-তিন বছর রাস্তায় রাস্তায় মিছিল ক'রে, গলা চুরমার ক'রে স্লোগান দিয়ে, বাসে আর ট্রাকে আর গাড়িতে দাউদাউ আগুন জ্বালিয়ে, পুলিশের টিয়ার গ্যাস আর গুলি আর লাঠির বাড়ি খেয়ে, আমরা এখন খুবই শ্রান্ত; আমাদের খেলা শেষ হয়েছে, আমাদের দিয়ে তাঁরা যা খেলাতে চেয়েছেন তা খেলে আমরা এখন স্বাধ্যমুক্ত; এখন আর আমাদের খেলার নেই। আমাদের কাজ এখন খেলা দেখা, আমাদের কাজ এখন আমাদের রাজারা কেমন খেলেন, সেই মজা উপভোগ করা। কোনো টিকেট কিনতে হচ্ছে না, স্টেডিয়ামে যেতে হচ্ছে না; আমরা রাজাদের খেলা দেখছি আর হাততালি দিয়ে মজা পাচ্ছি। খেলুন, আমাদের রাজারা খেলুন; আমরা দেখি।

কিন্তু আমরা, মূর্খ জনগণরা, গরিব মানুষ, আমাদের অতো মজা দেখার সময় কোথায়? অতো আমোদপ্রমোদ হাডুডু কুৎকুৎ রঙতামাসা উপভোগের উপায় কই আমাদের? আমরা ব্যস্ত আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজে; মরমর দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে; বাঁচাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ। আমাদের আমরা না বাঁচালে কে বাঁচাবে; আমাদের কে আছে? দেহটার ভেতর মধু আছে, তাই ওটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমরা দিনরাত বিষ খাই; আর এই আকাশ বাতাস মেঘ নদী রোদ ধান আর রাতের বেলা একটু আধটু সুখ ছেড়ে কার সেই পারে চ'লে যেতে ইচ্ছে করে? আমরা আছি আমাদের দুঃখকষ্টে, আমাদের দুঃখকষ্টই আমাদের জীবনের রঙতামাসা, তাতেই আমরা ম'জে আছি, রাজারা আছেন তাঁদের সুখেসম্পদে। তাঁরা আরো ক্ষমতা না পেলে দুঃখ পান, তাঁদের শরীর জ্বালা করতে থাকে, একশো বছর সিংহাসনে না থাকতে পারলে কষ্ট পান, আরো সম্পদ না পেলে দুঃখ পান, তাঁদের দেহে আগুন জ্বলতে থাকে; তাঁদের দুঃখ আর আমাদের দুঃখ ভিন্ন। তাঁদের দুঃখ সোনা দিয়ে তৈরি, আমাদের কষ্ট পচা খড়কুটোর। রাজারা চিরকাল রাজা থাকবেন আমরা চিরকাল আমরা থাকবো, এটা কে না জানে, রাজারা ও আমরা কোনো দিন এক হবো না।

আমাদের কয়েকটি ছেলের কথা মনে পড়ছে; যদিও ওদের কথা মনে না পড়াই ভালো; আর আমরা মনে করতেও চাই না।

আমাদের ওই ছেলেরা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, আমরা তাই ভাবতাম, আমাদের ছেলেরা তো নষ্ট হবেই, ওদের আমরা জন্মাই দিই নষ্ট হওয়ার জন্যে, আমাদের ধাতু আর জরায়ুতেই দোষ আছে, পচন লেগেছে ওই দুই জিনিশে; ওরা ইস্কুল থেকেই পাশ ক'রে বেরোতে পারে নি; আর আমাদের, অর্থাৎ ওদের বাবাদের বড়ো দোষ হচ্ছে তাদের এতো টাকা কই যে ওদের নিউইয়র্ক বা দিল্লি পাঠিয়ে দেবে সভ্য শিক্ষিত হ'তে, বা কিনে দেবে সাগর ১, ২, ৩, মহাসাগর ৪, ৫, ৬, উপসাগর ৭, ৮, ৯, ১০ নামের পাঁচ দশটা তেতলা লঞ্চ, যেগুলো চলবে ঢাকা থেকে ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপের পথে, বা দোকান দিয়ে দেবে ঢাকার সুপারমার্কেটে, পাজেরো কিনে দেবে; আর এতো শক্তি কই যে ব্যাংক লুট ক'রে এনে দেবে পঞ্চাশ কোটি টাকা। হতো ওরা রাজাদের ছেলে, ওরা নষ্ট হতো না, রাজা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতো। ওদের তখন কিছুই করার ছিলো না, তাই ওরা একটি কাজই করতে পারতো, নষ্ট হ'তে পারতো। নষ্টই বলি কী ক'রে? ওই এলাকার– এলাকার নামও কি বলতে হবে?– বলার দরকার নেই, যে-কোনো এলাকার নাম নিলেই চলবে, এমপি সাহেব যেভাবে এমপি হয়েছেন, ওরা সেই কাজ শুরু করে, টিকে থাকলে ওরাও একদিন এমপি হতো; ওরা প্রথম এমপি সাহেবের রাজবংশে যোগ দেয়। মাননীয় এমপি সাহেবের এমপি হওয়ার জন্যে ওদের খুব দরকার ছিলো।